# বিজয় মালিয়ার বিপক্ষে কড়া প্রমাণ সংগ্রহ লন্ডন আদালতের

**নিজস্ব সংবাদদাতা** : বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্য প্রমাণ গ্রহণ করল লন্ডনের আদালত। সেই সঙ্গে সিবিআই জানিয়েছে, মালিয়ার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্দেশিকা মেনে জেলের একটি সেল তৈরি রাখা হয়েছে। এতে মালিয়ার প্রত্যর্পণ নিয়ে সিবিআইয়ের চেষ্টা কিছুটা গতি পেল বলে দাবি সরকারি সূত্রের।

ঋণ খেলাপের মামলায় অভিযুক্তর প্রত্যর্পণ নিয়ে মামলা চলছে লন্ডনের মুখ্য ম্যাজিস্ট্রেট এমা আরবুথনটের আদালতে। সিবিআইয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে ব্রিটিশ সরকারের 'ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস'। মালিয়ার আইনজীবীরা সওয়ালে জানান, সিবিআইয়ের দেওয়া প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়। সেই সঙ্গে ভারতের জেলের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা।

ভারতের জেলের পরিস্থিতির ফলে ক্রিকেট ম্যাচ গড়াপেটার মামলায় অভিযুক্ত সঞ্জীব কুমার চাওলা সহ বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে ব্রিটেন থেকে ভারতে আনা যায়নি। ফলে এবার আর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি সিবিআই। আজ ম্যাজিস্ট্রেট আরবুথনট সিবিআইয়ের দেওয়া প্রমাণ গ্রহণযোগ্য বলে জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই তারা জানিয়ে দেয়, মালিয়ার জন্য জেলের নির্দিষ্ট সেল তৈরি রাখা হয়েছে। তাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্দেশিকা মেনে মানবাধিকার রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। মালিয়ার ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে। তাই তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও মজুত রাখা হয়েছে।

# "ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়, তবে আর নয়, এমনই দাবি ট্রাম্পের"

**ওয়াশিংটন, ২৯ এপ্রিল :** অবাধ বাণিজ্যে তার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই বাণিজ্যকে হতে হবে আক্ষরিক অর্থেই মুক্ত। দু'তরফের কাছেই একইরকম লাভজনক। আমেরিকাকে 'ঠকিয়ে' অন্য কোনও দেশ একতরফাভাবে বাণিজ্যে লাভ করে গেলে যে তিনি মেনে নেবেন না, ফের সেই হুঙ্কার ছাড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে এই সত্যিকারের অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লুটিও) সমেত আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলিতে একেবারে আমূল সংস্কার চান তিনি। যারা আমেরিকার সঙ্গে 'ন্যায্য ব্যবহার' করেনি বলে ট্রাম্পের ধারণা। আমেরিকা-চিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে মার্কিন মুলুকের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির (অন্তত ৩৭ হাজার কোটি ডলার) কথা আগেই তুলেছিলেন ট্রাম্প। এ নিয়ে বিঁধেছিলেন বেজিংকে। এবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলির সঙ্গে সেই একই সমস্যার কথা তুললেন তিনি। ট্রাম্পের কথায়, ''বন্ধু দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। বাণিজ্য হওয়া উচিত সত্যিকারেই দ্বিপাক্ষিক। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি অবিশ্বাস্য। ১৫,১০০ কোটি ডলার। যার মধ্যে ৫ হাজার কোটি ডলার শুধু গাড়ি এবং তার যন্ত্রাংশে।'' মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, এ নিয়ে ইউরোপের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তিনি তৈরি।

উল্লেখ্য, এর আগে বেজিংয়ের সঙ্গেও বাণিজ্য যুদ্ধে সামান্যতম জমি ছাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি সারা স্যান্ডার্সের স্পষ্ট ঘোষণা ছিল, যত দিন চিন তাদের অনৈতিক বাণিজ্য নীতি থেকে সরে না আসে এবং মেধাস্বত্বের (পেটেন্ট) নিয়ম মানার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা না দেখায়, ততদিন এই লড়াইয়ে ক্ষান্ত দেওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বেজিংয়ের পাল্টা দাবি ছিল, তারাও লড়াইয়ের শেষ দেখে ছাড়তে তৈরি। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে,এমনকি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লুটিও) প্রতি চিনকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন ট্রাম্প। প্রশ্ন তোলেন, কেন বিশ্বের অন্যতম বড় আর্থিক শক্তি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে চিন? এই পরিস্থিতিতে এবার ইইউকে কেন্দ্র করেও ফের ডব্লুটিওকে নিশানা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ডাক দিলেন প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান সংস্কারের।

# "মেলেনি নির্দেশ, বহাল থাকল আধার যাচাইও"

**নিজস্ব সংবাদদাতা** : সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি জানিয়েছে, আধারের ভিত্তিতে গ্রাহকদের মোবাইল নম্বর যাচাইয়ের নির্দেশ তারা দেয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কি এখন সেই কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখবে টেলিকম সংস্থাগুলি? জবাবে শিল্পের দাবি, কেন্দ্রীয় টেলিকম দফতরের (ডট) নির্দেশ মেনে চলাই নিয়ম। ফলে যাচাইয়ের নির্দেশ যেহেতু তাদের, তাই তা বন্ধের কোনও সম্ভাবনা এখনই দেখছে না তারা। কারণ, তেমন কোনও নতুন নির্দেশ ডটের কাছ থেকে আসেনি।

টেলিকম শিল্পের সংগঠন সিওএআইয়ের বক্তব্য, তারা আধার মামলার সঙ্গে যুক্ত নয়। তাই আধারের ভিত্তিতে মোবাইল নম্বর যাচাইয়ের নির্দেশ ঠিক না ভুল কিংবা ডট আদালতের নির্দেশ বুঝতে ভুল করেছিল কি না, এ সব নিয়ে মন্তব্য করবে না তারা। তবে 'টেলিগ্রাফ আইন-১৮৮৫' অনুযায়ী ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি ডটের বিধি মানতে দায়বদ্ধ। আর সেই অনুসারেই ই-কেওয়াইসির শর্ত পূরণ করা হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টে আধার নিয়ে মামলা চলায় আগেই মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধারের বাধ্যতামূলক সংযুক্তি শর্ত শিথিল করেছে ডট। সময়সীমাও অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়েছে। অভিযোগ, তা সত্ত্বেও গ্রাহকদের সংযুক্তির বার্তা দিচ্ছে সংস্থাগুলি।

গোড়ায় রান্নার গ্যাসের ভর্তুকির জন্য আধার জরুরি হলেও পরে ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক করে কেন্দ্র। পাশাপাশি মোবাইল নম্বরের গ্রাহকদের পরিচয়ের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। তাতে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বোচ্চ আদালত গ্রাহকদের পরিচয়পত্রের সত্যতা যাচাইয়ের নির্দেশ দেয়।

সেই সময় আদালতে তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতাগি আধারের মাধ্যমে মোবাইল নম্বর যাচাইয়ের ব্যবস্থা চালুর কথা জানান। সেই ব্যবস্থাই চলছিল।

সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি জানায়, মোবাইলের সঙ্গে আধার সংযুক্তির নির্দেশ আদালত কখনও দেয়নি। গ্রাহকদের পরিচয় যাচাইয়ের দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছিল।

*চলচ্চিত্র অভিনেত্রী এবং মডেল নেহা শর্মা চালু করল স্মার্টটিভি এবং গ্রাহককে কেনার জন্য অনুরোধ করল। সহযোগিতায় ইফলাকন ৫৫কে২এ এবং টিভিটি অ্যান্ড্রয়েড ৭.০ নোগার্ট ভার্সন সমৃদ্ধ।*

# কলকাতা ব্যবসার আঁতুড়ঘর হওয়া সত্ত্বেও,বর্তমানে ঐতিহ্য প্রশ্নের মুখে

**নিজস্ব সংবাদদাতা**: ব্যবসার ঐতিহ্যের নিরিখে সামনের সারিতে জায়গা কলকাতার। অনেক ব্যবসার সূত্রপাতও এই শহরে। কিন্তু তার সংরক্ষণ কার্যত উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে। অথচ ইতিহাস ভালভাবে তুলে ধরতে পারলে নতুন প্রজন্মের কাছে তা হতে পারত ব্যবসার উল্লেখযোগ্য দলিল। শনিবার এই আক্ষেপই স্পষ্ট হল বণিকসভা আইসিসি'র সভায়।

ওই সভায় হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক জিওফ্রে জোনস স্পষ্টই বলেন, ব্যবসা করলেও ইতিহাস জানা জরুরি। কোনও উদ্যোগ কখন কেন সফল বা ব্যর্থ হয়েছিল, তার আভাস মেলে অতীতের গর্ভে। আর সেটাই মস্ত বড় শিক্ষা।

এমনকি এগনোর জন্য যেমন ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে জরুরি, তেমনই ঐতিহ্যের কদর করলে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয় বলেও মনে করেন বণিকসভাটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রুদ্র চট্টোপাধ্যায়। যে কারণে তার মতে, ব্যবসার পরিবেশ যত উন্নত হয়, তত সংরক্ষণের গুরুত্ব বাড়ে।

আর আইসিসি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রূপেন রায়ের দাবি, ভবিষ্যতের ইতিহাস গড়ার জন্য অতীতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ছবিটার সঙ্গে পরিচিত না থাকলেই নয়। কারণ, গয়না তৈরির মতো কলকাতার ঐতিহ্যশালী শিল্পকেও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তরণের পথে নিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি সেটা। তবেব কর্পোরেট অ্যান্ড ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপের চেয়ারপার্সন ওঙ্কার গোস্বামীর অভিযোগ, শুধু কলকাতা নয়, সংরক্ষণ নিয়ে উদাস সারা দেশই।

*ফোর্ড বাজারে নিয়ে এল নতুন রেসিং গাড়ি। সৌহার্দ্য জ্ঞাপনে ফোর্ড ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অধিষ্ঠাতা অনুরাগ মালহোত্রা, পাশে (বাঁদিকে) গৌরব দে।*

# ভবিষ্যতে রোবটের আগমনে সিকিভাগও কদর কমবে না মেধার

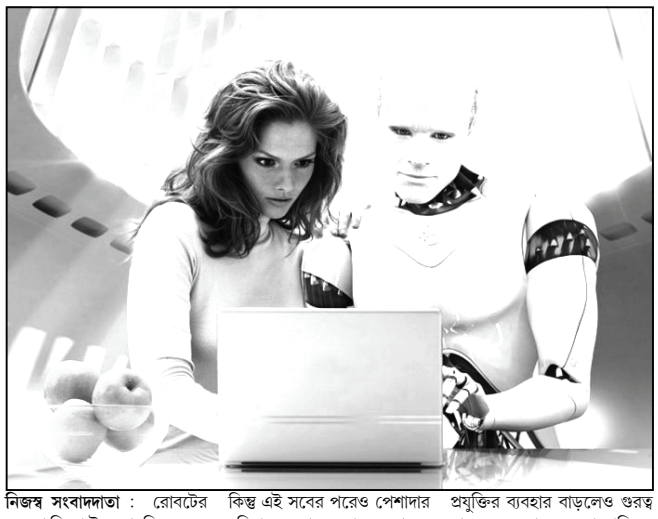

**নিজস্ব সংবাদদাতা** : রোবটের রমরমা কিংবা উন্নত প্রযুক্তি এলেও মেধাসম্পদের কদরে টান পড়বে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তাদের মতে, আগামীদিনে একটি সফ্টওয়্যার হয়তো ২০ জনের কাজ করে দিতে পারবে। রোবট নেবে অনেক বড় সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই সবের পরেও পেশাদার দুনিয়ায় মেধা ও মানবসম্পদের চাহিদা থাকবে বলেই তাদের অভিমত।

সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত আলোচনা সভায় অধিকাংশ বক্তারই মত ছিল, মানবসম্পদ বিভাগ ক্রমশ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও গুরুত্ব বাড়ছে মেধা ও শ্রমশক্তির। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বন্ধন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ, ইন্ডিয়া পাওয়ারের কর্তা সোমেশ দাশগুপ্ত, রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের সচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, নালকো চেয়ারম্যান তপনকুমার চাঁদ প্রমুখ। সোমেশের যেমন দাবি, ''প্রতিটি বড় সংস্থা যেমন গবেষণায় খরচ বাড়ছে, তেমনই গুরুত্ব দিচ্ছে মানবসম্পদ বিভাগকেও।

# চায়নায় বলিউড চলচ্চিত্রের তুমুল বাণিজ্যিক প্রসার চান স্বয়ং শিং জিনপিং

**ওহান, ২৯ এপ্রিল :** 'তু, তু হ্যায় ওহি দিল নে জিসে আপনা কাহা'। ১৯৮২ সালের 'ইয়ে ওয়াদা রাহা' ছবির জনপ্রিয় গানের যন্ত্রানুসঙ্গীত বাজাচ্ছেন চিনা কুলাকুশলীরা। আর সেই অনুষ্ঠানে হাজির থেকে আনন্দ উপভোগ করছেন মোদী-জিনপিং। হার্ট টু হার্ট সামিটের প্রথম দিনে দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে এমনই হাল্কা চালে দেখা গিয়েছে।

আর ইনফর্মাল সেই বৈঠকের শেষ দিনে তার দেশে আরও বেশি করে বলিউড তথা ভারতীয় ছবিকে স্বাগত জানালেন চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিং। এদিন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভারতের বিদেশ সচিব বিজয় গোখেল। সেখানে তিনি বলেন, 'বাণিজ্য, প্রযুক্তি, বিনোদন, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধান সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন।' পাশাপাশি গোখেল

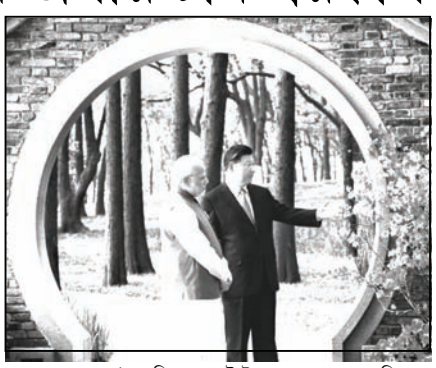

আরও বলেন, 'আঞ্চলিক ও বলিউড ছবি সহ বহু ভারতীয় সিনেমা দেখেছেন প্রেসিডেন্ট জিনপিং। আর তাই তিনি মনে করেন, আরও বেশি ভারতীয় ছবি চিনে আসা মানে, বেশি চিনা ছবি ভারতে যাওয়া।'

এদিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ইস্ট লেক ধরে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটেন মোদী-জিনপিং। সেখানে তাদের হাল্কা মেজাজে খোশ গল্প করতে দেখা যায়।

তারপর সেই হ্রদের জলে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নৌকো বিহার করেন তারা। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা দুই রাষ্ট্র নেতার মধ্যে। চলে চায়ে পে চর্চাও। এদিন মোদীর জন্য ব্যক্তিগত মধ্যাহ্ন ভোজেরও আয়োজন করেছিলেন জিনপিং।

এদিকে, ভারত-চিন বাণিজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে 'মিস্টার পারফেক্সনিস্ট' আমির খানকে নিয়োগ করছে মোদী সরকার। ইনফর্মাল 'হার্ট টু হার্ট' সম্মেলনের আগে এ খবর দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হতেই তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন চিনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র হুয়া চুনিয়িং। এর আগে মোদীকে গত বছর জিনপিং বলেছিলেন, তিনি আমির অভিনীত 'দঙ্গল' ছবিটি দেখেছেন এবং তার ভাল লেগেছে। প্রসঙ্গত, চিনে বিভিন্ন রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল 'ফুংসুক ওয়াংড়ু'র এই ছবি। ব্যবসা করেছিল ১ হাজার ১০০ কোটি ডলার।

**GOVT OF WEST BENGAL**
**NIeT No. WBPHED/EE/MSD/01 OF 2018-2019**

e- Tender is invited by the Executive Engineer, Murshidabad Division, PHE Dte., from reputed, bonafide & financially sound agencies having experience in similar nature of work preferably under P.H.E. Dte. of **Sinking of 300mm x 200 mm dia tube well different mtr. deep at different site under Murshidabad District by direct rotary rig method using PVC Pipe and pre-packed resin bonded gravel filter for different Water Supply Scheme under Murshidabad Division, P. H. Engineering Dte.** Last date of Documents download / sell closing date (Online) is on **18/05/2018 upto 15.00 Hrs**. For details, please visit the website : www.wbphed.gov.in

**Sd/-**
**Executive Engineer**
**Murshidabad Division**
**P.H.Enginpeering Dte.**